ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১০৩ ● কলকাতা ● ০৩ বৈশাখ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ১৬ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আল্লাহকে ভয় করে এমন জীবনসঙ্গী খুঁজছি
পৃঃ ৫

হাসারাঙ্গার পরিবর্তে আইপিএলে ভিয়াসকান্ত
পৃঃ ৬

বুথ পাহারায় মোট ২৭২ কোম্পানি

আধা সেনা থাকবে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় বাংলার তিন লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ওই তিন আসন হল উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ। তিন আসনের ১০০ শতাংশ বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সরাসরি বুথ পাহারায় মোট ২৭২ কোম্পানি আধা সেনাকে নিয়োগ করা হচ্ছে।প্রথম দফার ভোটে মোট ২৬৩ কোম্পানি আধা সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। তাছাড়া রাজ্য পুলিশের ১০ হাজার আধিকারিক ও কর্মীকেও ভোট পাহারায় মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম দফায় যে তিন আসনে ভোট হবে সেই কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভোট পরবর্তী অশান্তি রুখতে এক কোম্পানি করে ৩ কোম্পানি আধা সেনা মোতায়েন রাখা হচ্ছে। তিন কেন্দ্রের স্ট্রংরুম পাহারায় থাকছে আরও তিন কোম্পানি আধা সেনা। বাকি ২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তৃতীয় দফায় যে চার আসনে ভোট নেওয়া হবে সেখানে পাঠানো হচ্ছে।আধা সেনার পাশাপাশি রাজ্য পুলিশকেও ভোট নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সোমবার কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় দফার ভোটে দার্জিলিঙে মোতায়েন করা হবে ৫১ কোম্পানি আধা সেনা। কালিম্পংয়ে থাকছে ১৬ কোম্পানি এবং শিলিগুড়িতে থাকছে ২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মোতায়েন করা হচ্ছে ৭৩ কোম্পানি।

এরপর ৩ পাতায়

২০০ কোটির সম্পত্তির সম্পদ

বিলিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হলেন গুজরাটের ব্যবসায়ী ও তাঁর স্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০০ কোটির সম্পত্তির মালিক। তবে নিজেদের যাবতীয় সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হলেন গুজরাটের ব্যবসায়ী ও তাঁর স্ত্রী। দুবছর আগে সন্ন্যাস নিয়েছিল তাঁদের দুই সন্তান। এবার সস্ত্রীক ত্যাগের পথ বেছে নিলেন ব্যবসায়ীও। শপথ নেওয়ার পরে দেশজুড়ে ভিক্ষা করেই জীবন নির্বাহ করবেন দম্পতি।কীভাবে বাকিটা জীবন কাটাবেন ২০০ কোটির মালিক? জানা গিয়েছে, সংসারের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে ফেলতে হবে তাঁদের। কোনও সম্পত্তিও রাখতে পারবেন না। সঙ্গে থাকবে কেবল সাদা রঙের দুটি পোশাক। আর থাকবে ভিক্ষার পাত্র এবং সাদা রঙের ঝাঁটা 'রাজহরন'। জৈন সন্ন্যাসীরা কোথাও বসতে গেলে এই ঝাঁটা দিয়েই সমস্ত পোকামাকড় সরিয়ে দেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পর থেকে খালি পায়ে গোটা দেশে ঘুরবেন ভবেশ ও তাঁর

এরপর ৩ পাতায়

শাহজাহানের বাড়ি কেনার কথা বললেন শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সপ্তাহ দুয়েক আগে 'ভাইপো'র দু'টো বাড়ি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । বিজেপি নেতা বলেছিলেন, ভাইপোর দু'টো বাড়ি ট্যাগ করা হয়েছে। যেদিন নিলাম হবে, সেদিন ওই বাড়ি দু'টো আমরা কিনব। এবার সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা' শেখ শাহজাহানের বাড়ি কেনার কথা বললেন তিনি।উল্লেখ্য, রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে প্রথম ইডির নজর আসেন সন্দেশখালির 'ত্রাস' শাহজাহান। তল্লাশির জন্য তাঁর বাড়িতে হানা দেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা। কিন্তু তল্লাশি শুরুর আগেই তাঁদের ওপর হামলা করেন উত্তেজিত জনতার দল। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে রীতিমতো পালাতে হয় ইডি আধিকারিকদের।যা নিয়ে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

রবিবার বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের সমর্থনে সন্দেশখালিতে প্রচারে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেই সভামঞ্চ থেকেই শাহজাহানের বাড়ি কেনার কথা বলেন তিনি। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সেই বাড়ি নিলাম করলে তিনি কিনতে চান বলে জানান নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। শুভেন্দু বলেন, 'ইডি, সিবিআই যদি নিলাম করে তাহলে আমি শেখ শাহজাহানের বাড়ি কিনব। ও

এরপর ৩ পাতায়

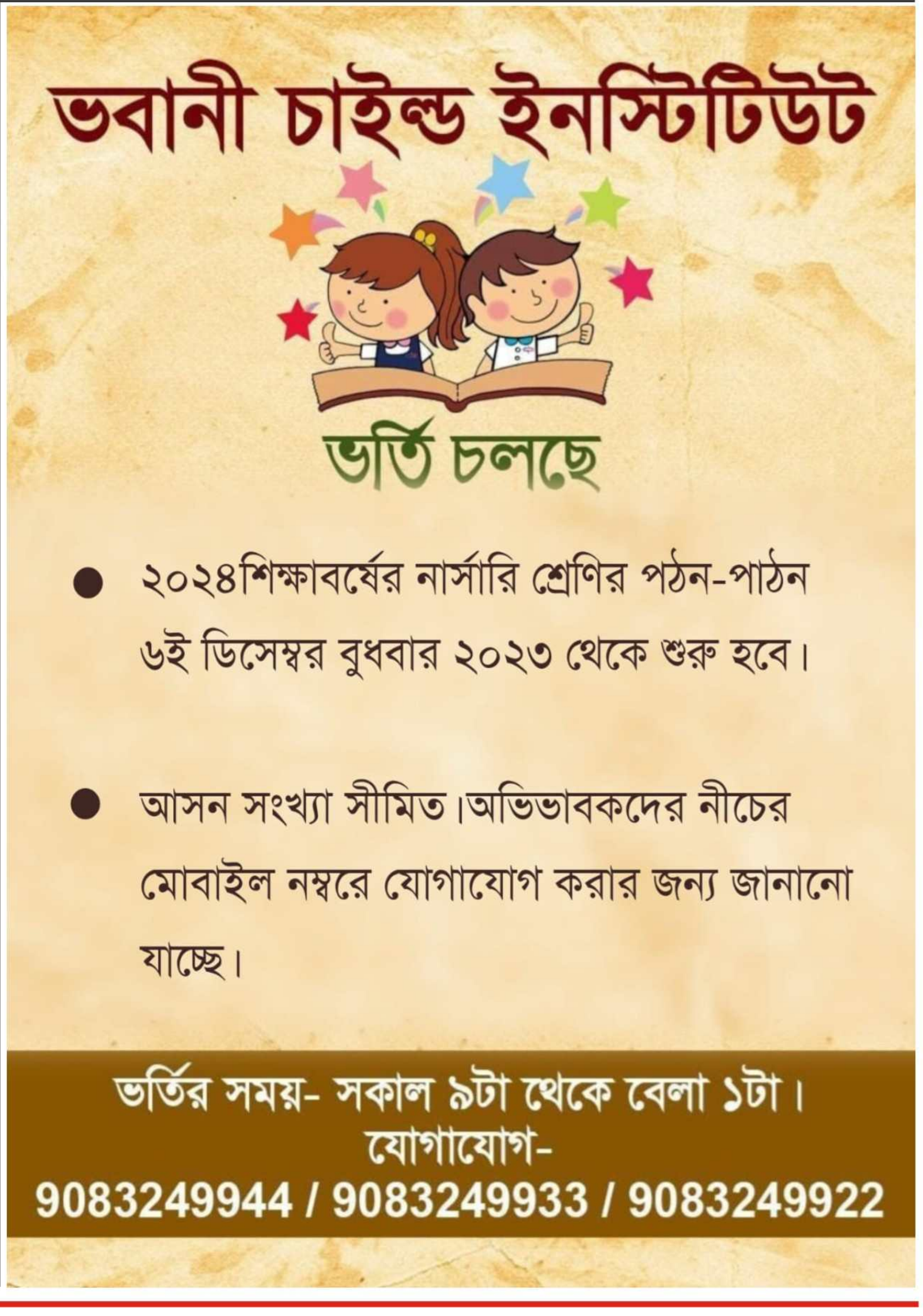

১৭ এপ্রিল পালন করা হবে রাম নবমী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হিন্দু ধর্মে ভগবান রামের উপর রয়েছে মানুষের অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি। প্রতিদিন শ্রী রামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পালন করা হয় রাম নবমীর উৎসব। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে পালন করা হয় চৈত্র নবরাত্রি উৎসব। এই নবরাত্রি উৎসবের নবম দিন তথা চৈত্র শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে পালন করা হয় রাম নবমীর পবিত্র উৎসব। রঙ্গোলির নকশা ভক্তদের জন্য ভগবান রামের প্রতি ভক্তি এবং বিশ্বাস প্রকাশ করার একটি সুন্দর উপায়। এছাড়া রঙ্গোলির নকশা ভক্তদের বাড়ির সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তোলে। রঙ্গোলি তৈরি করতে ফুল, চাল, আবিরের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে গুঁড়ো হলুদ, সিঁদুর, মোমবাতি ও প্রদীপ।২০২৪ সালে ১৭ এপ্রিল পালন করা হবে রাম নবমী।

ভগবান শ্রী রামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রঙ্গোলি দিয়ে সাজিয়ে তুলুন গোটা বাড়ি। বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বার বা উঠানে শ্রী রামের রঙ্গোলি ডিজাইন করে রাম নবমী উৎসবটি করে তুলুন আরও বিশেষ। রঙ্গোলিতে ভগবান রামের সঙ্গে মাতা সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমান জিকে চিত্রিত করলে এই উৎসবের শোভা আরও বেড়ে যাবে।

বাবাসাহেব আম্বেদকর - এক অমূল্য জীবন ও কর্ম প্রচেষ্টা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ● বাবা সাহেব ডঃ ভীম রাও আম্বেদকরের জন্ম ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার চতুর্দশ তথা কনিষ্ঠতম সন্তান।

● তাঁর বাবার নাম ছিল সুবেদার রামজি মালোজি সকপাল। রামজি ছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন সুবেদার। সন্ত কবীরের অনুগামী হিসেবে পড়াশোনার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর।

● ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর যখন মাত্র দু-বছরের তখন তাঁর বাবা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আবার ৬ বছর বয়সেই তিনি মাতৃহারা হন। বাবাসাহেবের প্রাথমিক পড়াশোনা ছিল বোম্বাইতে। ছাত্রাবস্থা থেকেই দেশে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে অস্পৃশ্য বলে মনে করা হতো। এই ঘটনায় তিনি আঘাতও পেয়েছিলেন প্রচুর।

● ডঃ আম্বেদকরের স্কুলজীবন কেটেছে সাতারায়। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর মা প্রয়াত হওয়ায় তাঁর এক কাকিমা তাঁর দেখাশোনা করতেন। পরে, তারা সকলেই বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। সারা স্কুল জীবনে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। ১৯০৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাজারের এক খোলা শেডের তলায় তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

● ডঃ আম্বেদকর তাঁর স্নাতক স্তরের পাঠ সম্পূর্ণ করেন বোম্বাইয়ের এলফিনস্টন কলেজ থেকে। এজন্য তিনি বরোদার সয়াজিরাও গায়কোয়াড়ের কাছ থেকে একটি বৃত্তিও লাভ করেন। স্নাতক হওয়ার পর নির্দিষ্ট বন্ড বা চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে বরোদা সংস্থান-এ যোগ দিতে হয়েছিল। বরোদায় থাকাকালীন তাঁর পিতৃ বিয়োগ ঘটে। ১৯১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। ডঃ আম্বেদকরের শিক্ষা জীবনে তা ছিল এক বিশেষ স্মরণীয় মুহূর্ত।

● কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এমএ এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন যথাক্রমে ১৯১৫ এবং ১৯১৬ সালে। আরও পড়াশোনার জন্য তিনি লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি দেন। সেখানে তিনি গ্রেজ ইন ফর ল-তে ভর্তির সুযোগ পান। লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে ডক্টর অফ সায়েন্স হওয়ার জন্য তাঁকে পড়াশোনা ও গবেষণার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু বরোদার দেওয়ান তাঁকে ভারতে ডেকে পাঠান। তবে, পরবর্তী কালে বার-অ্যাট-ল এবং ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন।

● ভারতে জাতপাতের ওপর একটি প্রবন্ধ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯১৬ সালে। ওই বছরই তিনি 'ন্যাশনাল ডিভিডেন্ড ফর ইন্ডিয়া - অ্যা হিস্টোরিক অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি' নামে একটি থিসিস তিনি লিখে ফেলেন। এজন্য তাঁকে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হয়। তাঁর এই থিসিসটি একটি নিবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন, জমি দখল সহ একাধিক অভিযোগ

খতিয়ে দেখতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিগত জানুয়ারি মাস থেকে সংবাদের শিরোনামে রয়েছে সন্দেশখালি । লোকসভা ভোটের মুখেও শেখ শাহজাহান এবং তাঁর 'গড়' নিয়ে চর্চা থামছে না। দিন কয়েক আগেই সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন, জমি দখল সহ একাধিক অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট।

উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়ি হাজির হয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। তবে বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি করতে পারেননি। উত্তেজিত জনতার হামলা থেকে বাঁচতে রীতিমতো পালাতে হয় তাঁদের। গুরুতর আহত হন কয়েকজন ইডি আধিকারিক। রেহাই পাননি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও। এবার জানা গেল, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাছে প্রায় ৬৫০ অভিযোগ জমা পড়েছে।

গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকে যেমন সশরীরে এসে অভিযোগ জানিয়েছেন। তেমনই আবার অনেকে ইমেলের মাধ্যমেও অভিযোগ রুজু করেছেন। এবার এই সকল অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য টিম তৈরি করল সিবিআই । স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ, ইকোনমিক অফেন্স ব্রাঞ্চের অফিসার সহ মোট ১১ সদস্যের সেই টিম গ্রামবাসীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখবে।

সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা' শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সেই সকল অভিযোগ খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সিবিআইয়ের হাতে। পাশাপাশি অভিযোগ নেওয়ার জন্য একটি পোর্টাল তৈরির নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্ট। এবার ১১ সদস্যের একটি বিশেষ টিম গঠন করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁদের হাতেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এরপরেই ঘটনার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। এলাকার 'ত্রাস' শাহজাহানের বিরুদ্ধে পথে নামেন সন্দেশখালির মহিলারা। শাহজাহান এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে আনা হয় মারাত্মক সব অভিযোগ। রাজ্যের গণ্ডি টপকে এই ঘটনার রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দেশে। ইডি পেটানোর ঘটনার পর প্রায় ৫৫ দিন ফেরার থাকার পর রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন সন্দেশখালির এই বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা। বর্তমানে ইডি এবং সিবিআই দুই সংস্থায় শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে।

ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে বিজেপির ২১ জন নেতা কর্মীকে

পাঁচ সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে বিজেপির ২১ জন নেতা কর্মীকে পাঁচ সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণ কেঁপে উঠেছিল পূর্ব

এরপর ৩ পাতায়

শ্রী শ্রী রাজেশ্বরীঅন্নপূর্ণা মা সিদ্ধেশ্বরীকালী মন্দির, ৭কে ,এম সা ষ্ট্রীট শ্রীরামপুর থানার পাশে, হুগলি

আয়কর দফতরের বিরুদ্ধে

এবার আইনি পদক্ষেপ নিতে চলেছেন অভিষেক

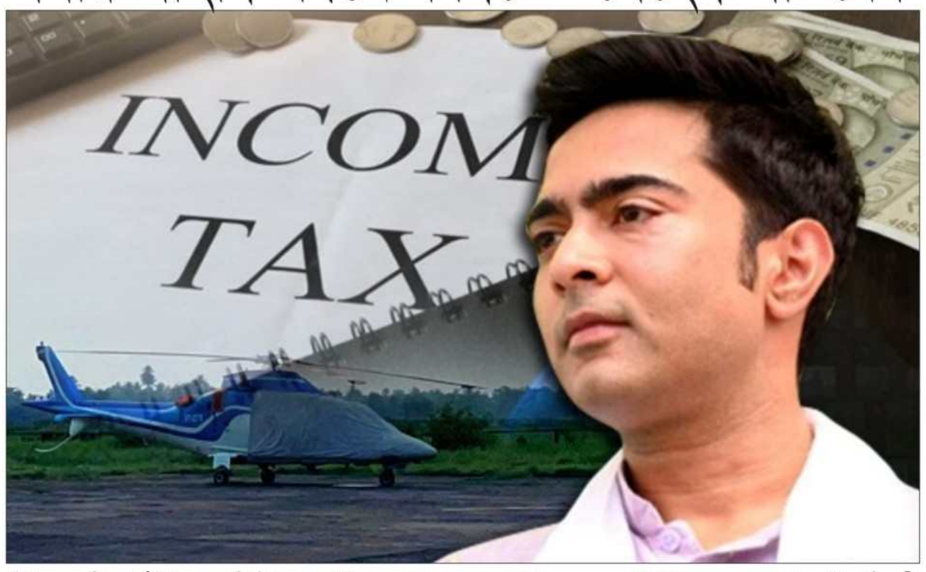

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আয়কর দফতরের বিরুদ্ধে এবার আইনি পদক্ষেপ নিতে চলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার সমর্থনে রাসমেলা ময়দানের সভা থেকে এদিন মমতা বলেন, "অভিষেকের একটা মিটিংয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তার আগে হেলিপ্যাডে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইনকাম ট্যাক্স বাবুদের। হেলিকপ্টারে নাকি সোনা আর টাকা নিয়ে আসছে! আমি বলি ওটা আমরা করি না, ওটা বিজেপি করে।ওখানে বিএসএফ, সিআইএসএফ আছে।"

এবার আইনি পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিলেন অভিষেক। সোমবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় সাংবাদিক বৈঠক থেকে তা স্পষ্ট করেছেন অভিষেক নিজেই। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তল্লাশি চালাতেই পারে। কপ্টারে সার্চ নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই। কিন্তু তল্লাশি চালিয়েও যখন কিছু পাওয়া গেল না, তারপরও আয়কর দফতর বলছে, ওপর মহল থেকে ক্লিয়ারেন্স না এলে টার্য়াল রানের অনুমতি দেব না। সেই এক্তিয়ার ওদের নেই। আমি পদক্ষেপ নেব।"

বস্তুত, কপ্টার হানার ঘটনায় ইতিমধ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকে চিঠি দিয়েছে তৃণমূল।

অভিষেক বোঝাতে চেয়েছেন, ভোটের সময় কপ্টার যেকোনও রাজনৈতিক দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যান। ক্লিয়ারেন্সের অছিলায় তা আটকে রেখে আসলে তাঁর প্রচার কর্মসূচি বানচালের চেষ্টা হচ্ছে বলেও ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন তিনি।রবিবার নববর্ষের দিনই কপ্টারে আয়কর হানা! অভিষেক জানালেন, 'কিছুই মেলেনি । এই ঘটনায় হইচই পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। সোমবার কোচবিহারের নির্বাচনী সভা থেকে তা নিয়েই কড়া ভাষায় তোপ দাগেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফের রাজ্যে গণধর্ষণের অভিযোগ

তেহট্ট: নিউজ সারাদিন : ফের রাজ্যে গণধর্ষণের অভিযোগ। তিন যুবকের যৌন লালসার শিকার নাবালিকা। ঘটনা জানাজানি হওয়ায় অভিযুক্তদের পরিবারের লোকজন নির্যাতিতার বাবা ও কাকিমাকে মারধর করে বলেও অভিযোগ। নদিয়ার তেহট্টের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য।এর পরই ওই যুবকদের আটকে রেখে বাড়িতে ফোন করেন নাবালিকার পরিবারের লোকজনেরা। অভিযোগ, যুবকদের পরিবারের লোকজন নাবালিকাদের বাড়িতে হামলা শুরু করে। মারমুখী অভিভাবকেরা নাবালিকার বাবা এবং কাকিমাকে মারধর করে বলেও অভিযোগ। এর পর যুবকদের নিয়ে এলাকা ছাড়ে তারা। নির্যাতিতার মায়ের দাবি, মাদক মেশানো পানীয় খাইয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে নাবালিকাকে। যৌনাঙ্গে গভীর ক্ষত রয়েছে বলেও দাবি তাঁর। নির্যাতিতা বর্তমানে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় তেহট্ট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৫ জনকে আটক করা হয়েছে বলেও খবর।নাবালিকার মা জানান, পয়লা বৈশাখে ওই এলাকায় একটি মেলা বসেছিল।কাকিমা এবং খুড়তুতো দিদির সঙ্গে মেলায় যাবে বলেই জানিয়েছিল সে। সেই অনুযায়ী বাড়ি থেকে বেরিয়েও যায়। কিছুক্ষণ পর মেলায় যান নাবালিকার বাবা এবং মা। তাঁরা মেলা প্রাঙ্গণে দেখতে পাননি মেয়েকে। নাবালিকার খোঁজে বাড়িতে আসেন। সেখানেও দেখতে পাননি। কিছুক্ষণ পর কিশোরীর কাকিমা তাঁর ঘরে আসেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢোকেন। কার্যতে আঁতকে ওঠেন। দেখেন তিন যুবক ঘরে রয়েছে। ঘরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে নাবালিকা।

গ্রীষ্মকালে বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাহিদা সামাল দিতে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে চালু ও সচল রাখতে সরকারি নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গ্রীষ্মের মরশুমে বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে সর্বোচ্চ মাত্রায় উৎপাদন নিশ্চিত করতে সরকার সংশ্লিষ্ট সবকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকেই নির্দেশ দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কয়েকটি বাণিজ্যিক কারণে সচরাচর ব্যবহার করা হয় না। তবে, গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদা সামাল দিতে আগামী ১ মে ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে গ্রাহকদের স্বার্থে সচল রাখা হবে। সরকারি ব্যবস্থা অনুযায়ী কত দিন ধরে এই গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে সেসম্পর্কে গ্রিড ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হবে। সরকারি নির্দেশ যাতে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হয় তা নিশ্চিত করতে সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের এক কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ তথা নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি মন্ত্রী শ্রী আর কে সিং ইতিমধ্যেই এবিষয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠকেরও আয়োজন করেছেন। গ্রীষ্মের মরশুমে বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাহিদা যাতে দক্ষতার সঙ্গে সামাল দেওয়া যায় তা নিশ্চিত করার ওপরও বিশেষ জোর দিয়েছেন তিনি। গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে সচল রাখার পাশাপাশি অন্যান্য যেসমস্ত ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে:

- বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বর্ষাকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া
- নতুন ও অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি
- তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের আংশিক ঘাটতি পূরণের চেষ্টা
- উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎকেও কাজে লাগানোর নির্দেশ
- যে সময় বিদ্যুতের চাহিদা থাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় সেই সময় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকেও ব্যবহার করা
- তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে কয়লার যোগান অব্যাহত রাখতে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

উল্লেখ্য, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পায় সর্বোচ্চ মাত্রায়। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর ইতিমধ্যেই পূর্বাভাস দিয়েছে যে এবছর গ্রীষ্মে দেশের অধিকাংশ স্থানেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিকের থেকেও বেশি। এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় সর্বতো ভাবে প্রস্তুত থাকতে দেশের সবকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে চালু ও সচল রাখার নির্দেশ জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচন আসন্ন, ৭৫ বছরের লোকসভার ইতিহাসে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ বাজেয়াপ্তের ঘটনা ঘটেছে

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। দেশে ৭৫ বছরের লোকসভার ইতিহাসে নির্বাচন কমিশন সবচেয়ে বেশি পরিমাণ নিষিদ্ধ বস্তু এবং নগদ বাজেয়াপ্ত করতে চলেছে। আগামী শুক্রবার অষ্টাদশ লোকসভার নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট। তার আগেই অর্থশক্তির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের লড়াইয়ের সংকল্প অনুযায়ী, প্রবর্তন সংস্থাগুলি ৪ হাজার ৬৫০ কোটি টাকারও বেশি নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে। ২০১৯ এর সমগ্র লোকসভা নির্বাচনে ৩ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য, বাজেয়াপ্ত বস্তুর ৪৫ শতাংশই মাদক, যার প্রতি কমিশনের বিশেষ নজর রয়েছে। এই পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা সম্ভব হয়েছে সার্বিক পরিকল্পনা, সহযোগিতা এবং একত্রিত অভিযানে। এর পাশাপাশি, নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ফলে।

নির্ধারিত আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারিত এবং সেই সংক্রান্ত তথ্যও দিতে হয় কমিশনকে। এরপরও কালো টাকার ব্যবহারে নির্বাচনী ক্ষেত্রে সমতা বিঘ্নিত হতে পারে। কারণ, অর্থবান দল ও প্রার্থী বিশেষ অঞ্চলে কালো টাকার সুবিধা নিতে পারেন। লোকসভা নির্বাচনকে সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ রাখতে এবং সকলের জন্য সমান ব্যবস্থা করতে নির্বাচন কমিশনের সংকল্পের অঙ্গ এই বাজেয়াপ্তকরণ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার গত মাসে নির্বাচনী নির্ঘন্ট প্রকাশের সময় জানিয়েছিলেন যে, 'মানি পাওয়ার ফোরএম চ্যালেঞ্জের অন্যতম'। ১২ এপ্রিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং অন্য দুই কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং শ্রী সুখবীর সিং সান্ধু ১৯ এপ্রিলের প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য বহাল সব কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ রাখতে আটোসাঁটো ব্যবস্থা, নজরদারি এবং তল্লাশির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এত বেশি পরিমাণে বাজেয়াপ্তের ঘটনায় প্রমাণ হয় যে, ছোট ও কম সঙ্গতির দলগুলির জন্য সমান পরিস্থিতি তৈরি করতে নির্বাচন কমিশন সদাই তৎপর।

তামিলনাড়ুর নীলগিরির একটি ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার জন্য এবং নামী নেতার মিছিলে বেছে বেছে তল্লাশি করার জন্য ফ্লাইং স্কোয়াডের নেতাকে সাসপেন্ড করেছে কমিশন। একইভাবে, একটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ির ভিতর তল্লাশি চালানো হয়েছে এবং অন্য একটি রাজ্যে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। কমিশন এ পর্যন্ত প্রায় ১০৬ জন সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে। রাজনীতিকদের প্রচারে সাহায্য করে নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি ভঙ্গ করার অভিযোগ ছিল তাদের বিরুদ্ধে। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা করার সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত বিমান ও হেলিকপ্টারের তল্লাশি ও নজরদারির উপর জোর দিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজর রাখার উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, জিএসটি কর্তৃপক্ষকে গুদাম, বিশেষ করে সাময়িকভাবে তৈরি গুদামের উপর নজর রাখতে বলা হয়েছিল। পর্যালোচনার সময় কমিশন সবসময় জোর দিয়েছে সব ধরনের পরিবহণের উপর নজরদারির, যেমন সড়ক পরিবহণে চেকপোস্ট ও নাকা, উপকূল পথে উপকূল বাহিনী এবং আকাশ পথের জন্য জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের পাশাপাশি বিমান পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত নগদ উদ্ধার হয়েছে ১৩.২০০২৭৯০ কোটি টাকা। মদ উদ্ধার হয়েছে ২০৭৭৩৯৬.৫৫ লিটার, যার মূল্য ৫১.১৭৩৩৯৯০ কোটি টাকা। মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়েছে ২৫.৫৮৮৩০২০ কোটি টাকার। দামী ধাতু উদ্ধার হয়েছে ৩৩.৬১২০৩৩০ কোটি টাকার। অন্যান্য বস্তু, যা ভোটদাতাদের উপহার দেওয়ার জন্য রাখা ছিল, এমন জিনিস উদ্ধার হয়েছে ৯৬.০৩০৫১৪০ কোটি টাকার।

ডিআরডিও এবং ভারতীয় সেনা সম্পূর্ণ দেশজ পদ্ধতিতে তৈরি মানুষের বহনযোগ্য ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী গাইডেড মিসাইল অস্ত্র পদ্ধতির সফল পরীক্ষা করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মানুষের বহনযোগ্য ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী গাইডেড মিসাইল (এমপিএটিজিএম) অস্ত্র পদ্ধতি সম্পূর্ণ রূপে দেশজ নক্শায় তৈরি করেছে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)। প্রযুক্তির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে বিভিন্ন উচ্চতায় এটিকে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে- লঞ্চার, টার্গেট অ্যাক্যুইজিশন সিস্টেম এবং ফায়ার কন্ট্রোল ইউনিট। ১৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে সফলভাবে পরীক্ষা করা হ'ল রাজস্থানের পোখরানে। ক্ষেপণাস্ত্র এবং অস্ত্রের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। এমপিএটিজিএম-এর ট্যান্ডেম ওয়ারহেড ব্যবস্থার লক্ষ্য ভেদের ক্ষমতারও সফল পরীক্ষা হয়েছে এবং দেখা গেছে এটি আধুনিক অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত ট্যাঙ্কের মোকাবিলা করতে সক্ষম। এটির জিএম ব্যবস্থা দিনে-রাতে এবং ওপর থেকে আক্রমণ চালানো যাবে। ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে এই ক্ষেপণাস্ত্রের কার্যকারিতা অত্যন্ত মূল্যবান। এরই সঙ্গে প্রযুক্তি তৈরি এবং তার সফল প্রদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। এরপর, এটিকে ভারতীয় সেনার অন্তর্ভুক্ত করার আগে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং সফল পরীক্ষার জন্য ডিআরডিও এবং ভারতীয় সেনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় স্বনির্ভরতা অর্জন করতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রতিরক্ষা দপ্তরের সচিব এবং ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান ডঃ সমীর ভি কামাত-ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

১-ম পাতার পর

২০০ কোটির সম্পত্তির সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হলেন গুজরাটের ব্যবসায়ী ও তাঁর স্ত্রী

স্ত্রী। ভিক্ষার অর্থেই চলবে তাঁদের জীবন।গুজরাটের হিম্মতনগরের ওই ব্যবসায়ীর নাম ভবেশ ভাণ্ডারী। নির্মাণকাজের ব্যবসা আছে তাঁর। সবমিলিয়ে ২০০ কোটির সম্পদের মালিক। কিন্তু ২০২২ সালে সংসারের মোহ কাটিয়ে সন্ন্যাস নেন তাঁদের ১৯ বছরের কন্যা ও ১৬ বছরের পুত্র। সেই দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন গুজরাটের দম্পতি। তাই ফেব্রুয়ারি মাসেই একটি অনুষ্ঠান করে নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে শুরু করেছেন ত্যাগ স্বীকারের প্রক্রিয়া।

তার পরেই রবিবার একটি বিশেষ শোভাযাত্রার আয়োজন করেন গুজরাটের দম্পতি। রাজকীয় পোশাকে সেজে নিজেদের যাবতীয় সম্পদ ওই শোভাযাত্রা থেকেই বিলিয়ে দেন। প্রায় চার কিলোমিটার পথ একটি রথে চেপে পাড়ি দেন তাঁরা। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। তবে এখনও তাঁদের কৃচ্ছ্রসাধন শুরু হয়নি। আগামী ২২ এপ্রিল শপথ নেওয়ার পরে শুরু হবে তাঁদের সন্ন্যাস জীবন।

২ পাতার পর

ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে বিজেপির ২১ জন নেতা কর্মীকে পাঁচ সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

মেদিনীপুরের ভূপতিনগর। বিস্ফোরণে তিনজনের মৃত্যু হয়। অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ প্রকৃত অভিযুক্তদের আড়াল করতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসাচ্ছে। প্রসঙ্গত, হাইকোর্টের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত করছে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা এনআইএ। ভূপতিনগরের বিস্ফোরণের ঘটনায় তপন মিদ্যা-সহ ২১ জন বিজেপি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে পুলিশ, এই অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় অভিযুক্ত বিজেপি নেতাকর্মীরা। সংশ্লিষ্ট মামলাটিতে পুলিশ রিপোর্ট দেখে এর আগে ক্ষুব্ধ আদালত ওসিকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

পুলিশ রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, অভিযুক্তরা হাইকোর্টের রক্ষাকবচ পেলে লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে। পুলিশের এই রিপোর্টের পরিপেক্ষিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। পরে আদালতে এসে এবিষয়ে ক্ষমাও চান সংশ্লিষ্ট থানার ওসি।

এদিন ওই মামলায় বিজেপি নেতা তপন মিদ্যা-সহ ২১ জন বিজেপি নেতাকর্মীকে পাঁচ সপ্তাহের জন্য রক্ষাকবচ দিয়েছে আদালত। আদালত জানিয়েছে, এই সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও আইনি পদক্ষেপ করতে পারবে না।

আদালতে মামলাকারীদের আইনজীবীর অভিযোগ, "লোকসভা ভোটের সময় এলাকার বিরোধীরা যাতে লড়াইয়ের ময়দানে না থাকতে পারেন তাই রাজনৈতিক কারণে পুলিশ মিথ্যে মামলায় ফাঁসাচ্ছে।"

১-ম পাতার পর

বুথ পাহারায় মোট ২৭২ কোম্পানি আধা সেনা থাকবে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় থাকবে ৬০ কোম্পানি এবং ইসলামপুরে থাকবে ৫১ কোম্পানি বাহিনী। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছে ২৭৭ কোম্পানি আধা সেনা। আগামী ২২ এপ্রিল রাজ্যে এসে পৌঁছচ্ছে আরও ২২ কোম্পানি আধা সেনা। ফলে দ্বিতীয় দফার আগেই মোতায়েনের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে থাকছে মোট ২৯৯ কোম্পানি আধা সেনা।

১-ম পাতার পর

শাহজাহানের বাড়ি কেনার কথা বললেন শুভেন্দু

আর কোনোদিনই জেল থেকে বেরোতে পারবে না। একাধিক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ওঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে করেছে। ওর ভাই এবং আরও বহু তৃণমূল নেতার অবস্থাও শাহজাহানের মতোই হবে'।

বিজেপি নেতার এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো এই প্রসঙ্গে বলেন, 'শুভেন্দুর যদি টাকা বেশি থাকে তাহলে উনি কিনতেই পারেন। এই বিষয়ে কারোর কিছু বলার থাকতে পারে না'।

এই ঘটনার জল বহুদূর অবধি গড়িয়েছিল। প্রায় দু'মাস মতো গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর মিনাখাঁ থেকে রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন এই বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা। এরপর সিবিআই এবং ইডি গ্রেফতার করে তাঁকে। বর্তমানে সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্ত করছে সিবিআই। অন্যদিকে ইডি স্ক্যানারে রয়েছে তাঁর বিপুল সম্পত্তি। ইতিমধ্যেই শাহজাহানের কয়েকশো কোটির সম্পত্তির খোঁজ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। তাঁর বাড়ি সহ বেশ কিছু প্রপার্টি বাজেয়াপ্তও করেছে ইডি।

২ পাতার পর

বাবাসাহেব আম্বেদকর - এক অমূল্য জীবন ও কর্ম প্রচেষ্টা

৮ বছর পর। নিবন্ধটির নাম ছিল 'ইভোলিউশন অফ প্রভিনশিয়াল ফাইনান্স ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'। পিএইচডি ডিগ্রির পর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বরোদার মহারাজার মিলিটারি সেক্রেটারি রূপে নিযুক্ত হন। মহারাজার উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে ভবিষ্যতে এজন অর্থমন্ত্রী করে তোলার।

- ১৯১৭ সালে বাবাসাহেব তাঁর নিজের শহরে ফিরে আসেন। বৃত্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে তাঁকে কাজে যোগ দিতে হয়। কিন্তু শহরে কিছুদিন থাকার পর ১৯১৭-র নভেম্বর মাসে তিনি বোম্বাই চলে যান। অস্পৃশ্যতার অজুহাতে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কারণে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন তিনি।
- ডঃ আম্বেদকর বোম্বাইতে ফিরে আসার পর সিডেনহ্যাম কলেজে রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তিনি একজন জনপ্রিয় অধ্যাপক হয়ে ওঠেন। কিন্তু লন্ডনে আইন ও অর্থনীতি নিয়ে আরও পড়াশোনার জন্য তিনি অধ্যাপকের পদেও ইস্তফা দেন। লন্ডনে যাওয়ার জন্য কোলাপুরের মহারাজা তাঁকে আর্থিক ভাবে সহায়তা করেন। ১৯২১ সালে তিনি 'প্রভিন্সিয়াল ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ ইম্পিরিয়াল ফিন্যান্স ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'র ওপর একটি থিসিস রচনা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২৩ সালে তিনি কিছু কাল অতিবাহিত করেন জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে 'প্রবলেম অফ রুপি ইটস অরিজিন অ্যান্ড সলিউশন' নামে একটি থিসিস পেশ করেন বিএসসি উপাধি পাওয়ার জন্য। ১৯২৩ সালে তাঁকে আইনি পেশায় যোগ দিতে বলা হয়।
- ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর ১৯২৪ সালে তিনি নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষদের কল্যাণে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তাতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করা হয় স্যার চিমনলাল শীতলবাদকে। ডঃ আম্বেদকর ছিলেন এই সংস্থার চেয়ারম্যান। নির্যাতিত সম্প্রদায়ের মানুষদের ক্ষোভ ও অভিযোগ প্রকাশ এবং তাঁদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা সকলের সামনের তুলে ধরাই ছিল ডঃ আম্বেদকরের মূল উদ্দেশ্য।
- 'বহিষ্কৃত ভারত' নামে একটি সংবাদপত্রের সূচনা হয় ১৯২৭ সালের ৩ এপ্রিল। নতুন সংস্কার কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে নির্যাতিত ও অবহেলিত মানুষদের ক্ষোভ ও অভিযোগগুলি তুলে ধরতেই এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।
- ১৯২৮ সালে বোম্বাইয়ের সরকারি ল কলেজে একজন অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ডঃ বি আর আম্বেদকর। পরে, ১৯৩৫ সালে ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৩৮ সালে ঐ পদে ইস্তফা দেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ঐ পদ অলঙ্কিত করেন।
- ১৯৩৫-এর ১৩ অক্টোবর নাসিকের ইওলায় নির্যাতিত সম্প্রদায়ের মানুষদের এক প্রাদেশিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। সেখানে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করেন যে হিন্দু ধর্মে তিনি জন্মগ্রহণ করলেও একজন হিন্দু হিসেবে তিনি মৃত্যুবরণ করতে আগ্রহী নন। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন হাজার হাজার অনুগামী। ১৯৩৬ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সি মাহার সম্মেলনে ভাষণদান কালে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগের অনুকূলে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।
- নির্যাতিত মানুষদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯৩৬ সালের ১৫ আগস্ট তিনি ইন্ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি গঠন করেন।
- ১৯৩৮ সালে অস্পৃশ্যতা এই নামটি পরিবর্তন করার জন্য কংগ্রেস একটি বিল পেশ করে। কিন্তু ডঃ আম্বেদকর ছিলেন তার বিপক্ষে। তাঁর মতে শুধুমাত্র অস্পৃশ্যতা নামটির পরিবর্তন ঘটলেই প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না।
- ১৯৪২ সালে একজন লেবার সদস্য হিসেবে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এরপর ১৯৪৬ সালে বাংলার কন্সটিটিউট অ্যাসেম্বলিতে একজন সদস্য হিসেবে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। এই সময় কালে তিনি 'হু ওয়্যার শূদ্রস' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।
- ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডঃ আম্বেদকর শ্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আইন ও বিচার মন্ত্রী রূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু, কাশ্মীর প্রসঙ্গ, ভারতের বৈদেশিক নীতি এবং হিন্দু কোড বিল সম্পর্কে নেহেরুর সঙ্গে নীতিগত ও মতগত পার্থক্যের কারণে ১৯৫১ সালে তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেন।
- ১৯৫২ সালে ভারতীয় সংবিধানের খসড়া রচনার কাজে যুক্ত থাকার স্বীকৃতি হিসেবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫২ সালে তাঁকে এলএলডি উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৫ সালে ডঃ আম্বেদকর 'থটস অন লিঙ্গুইস্টিক স্টেটস' নামে আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেন।
- ১৯৫৩ সালের ১২ জানুয়ারি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ বি আর আম্বেদকরকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৩৫ সালে ইয়েওলা সম্মেলনে তাঁর 'আমি একজন হিন্দু হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে আগ্রহী নই' এই বক্তব্যটি দীর্ঘ ২১ বছর পর একটি সত্যে পরিণত হয়। কারণ, ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর নাগপুরে আয়োজিত এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। ঐ বছরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৬ ডিসেম্বর তারিখে।
- ডঃ বি আর আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী সারা দেশে উদযাপন করা হয় মহাপরিনির্বাণ দিবস রূপে।
- আগামীকাল ১৪ এপ্রিল ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য সাংসদরা এদিন সংসদ ভবনের লনে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিমূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে তাঁকে উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করবেন। আগামীকাল সকাল ৮টা ৩০ মিঃ থেকে ৯টা ৩০ মিঃ পর্যন্ত এই বিশেষ অনুষ্ঠান চলবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ১০৩ সংখ্যা ১৬ এপ্রিল, ২০২৪ মঙ্গলবার ০৩ বৈশাখ, ১৪৩০

ইজরায়েলের ওপর ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইরান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইজরায়েলের ওপর ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইরান । এই হামলার পরেই ইরানের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইজরায়েলের ওপর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নিয়ে আমেরিকাকে কয়েকদিন আগেই সতর্ক করা হয়েছিল। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন যে তেহরান ওয়াশিংটনকে সতর্ক করেনি। ইজরায়েলের ক্ষতি করার জন্যই এই হামলা চালান হয়।হঠাৎ কেন ইজরায়েলের ওপর হামলা চালাল ইরান? ইজরায়েল ও ইরানের সমপর্ক বরাবরই শীতল। গাজায় গণহত্যা চালিয়ে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের নির্বিচারে খুন নিয়ে তেল আভিভের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে ইরান। পাল্টা হামাস ও হিজবুল্লাহ জঙ্গিদের মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলে তেহরানকে বিঁধে চলেছে তেল আভিভ। দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার মধ্যে গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি দূতাবাসের একটি ভবনে হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনা। ওই হামলায় ইরানের সেনাবাহিনীর এলিট ফোর্স আইআরজিসির দুই শীর্ষ কমান্ডারসহ অন্তত ১১ জন আধিকারিক নিহত হন। ইজরায়েলের ওই হামলার মধুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেইনি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, দূতাবাসে হামলাকে ইরানের মূল ভূখণ্ডে হানা হিসাবেই ধরে নেওয়া হবে। আর ইরানের ভূখণ্ডে হামলাকারীদের উপযুক্ত জবাব পেতে হবে।ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরআবদুল্লাহিয়ান জানিয়েছেন, হামলা নিয়ে প্রতিবেশী দেশকে এবং ইজরায়েলি মিত্রদের ৭২ ঘণ্টার আগে থেকেই সর্তক করা হয়েছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হামলার আগে তারা ওয়াশিংটন ও তেহরান উভয়ের সঙ্গেই কথা বলেছিল। তবে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, "এটা একেবারেই সত্যি নয়। ৭২ ঘণ্টা আগে যোগাযোগ হলেও তেহরান কোন হামলা নিয়ে কথা বলেনি।"

উল্লেখ্য, ইরান শনিবার রাত থেকে ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে প্রায় ২০০ টির বেশি ব্যালেস্টাইন ক্ষেপাণাস্ত্র এবং ড্রোন ভূপতিত করেছে । ট্রু প্রোমিজ' নামে অভিযানের আওতায় এসব ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি)। এই হামলা প্রসঙ্গে ইজরায়েল বাহিনী জানিয়েছে, কিছুক্ষণ আগে ইরান তাদের সীমান্ত থেকে ইজরায়েলের দিকে লক্ষ্য করে ইউএভি নিক্ষেপ করেছে। তবে এই হামলায় ইজরায়েলের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

সম্পাদকীয়

পরবর্তী হিংসা রুখতে কড়া নির্বাচন কমিশন, ভোটের পরেও থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

লোকসভা ভোটের মহাযুদ্ধ শুরু হতে আর বাকি মাত্র কয়েক দিন। তার আগেই বড় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন ।ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কড়া নির্বাচন কমিশন। ভোটের পরেও থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী , এমনটাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।এই কেন্দ্রীয় বাহিনীদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা এর আগে জানিয়েছিল এ রাজ্যের সরকার। ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যে মোতায়েন কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান অসুস্থ হলে বিনামূল্যে বেসরকারি হাসপাতালেও চিকিৎসা করাবে রাজ্য সরকার, জানান হয়েছিল এমনটাই। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে নির্দেশিকা প্রকাশ করে জানান হয়েছিল, আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ান, ভিনরাজ্যের পুলিশ কর্মীরা বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা করাতে পারবেন। ভোটে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রাজ্য পুলিশের কর্মীরাও একই সুবিধা পাবেন। বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা করাতে পারবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ির চালক ও ই বি এম ইঞ্জিনিয়াররাও। রাজ্যের ১৫৩ টি বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে।১৯ এপ্রিল প্রথম দফা ভোটের আগেই রাজ্যে থাকছে ২৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

এদিন কমিশনের তরফে জানান হয়েছে, প্রথম দফা ভোটের পরেও ৩ কেন্দ্রে থাকবে বাহিনী, ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের, এমনটাই খবর।

ইতিমধ্যেই রাজ্যে চলে এসেছে কয়েকশো কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী। আগামী দিনে আসবে আরও বাহিনী। যদিও এই প্রেক্ষাপটে বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো নিয়ে ফের সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। ৭ দফায় ভোটে বাংলার জন্য ৯২০ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। যা জম্মু-কাশ্মীরের থেকেও বেশি। পাশাপাশি এ প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গেও তুলনা টেনেছে তৃণমূল। বাংলায় যেখানে ৪২টি লোকসভা আসন, সেখানে উত্তরপ্রদেশে প্রায় দ্বিগুণ, ৮০টি কেন্দ্র। বাংলার মতো যোগী রাজ্যেও ৭ দফায় ভোট হবে। তবে তৃণমূলের দাবি, এরাজ্যে যেখানে ৯২০ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হবে, সেখানে উত্তরপ্রদেশে সংখ্যাটা ২২০ কোম্পানি।

শাশ্বত অমর পথ, সত্যিকার জ্ঞানের পথ, শ্যামাচরণ লাহিড়ী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

বলেই জীবদেহে কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি যেগুলি সাধনপথের অন্তরায় সেগুলি বর্তমান থাকে এবং মন আপনাহতেই বহির্মুখী হয়। সেই বহির্মুখী মনে সঠিক ঈশ্বরভক্তি কি করে সম্ভব? তাই মনকে অন্তর্মুখী করে ভক্তি লাভের উপায় হলো যোগ। ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ থেকে বিযুক্ত নয়, তেমনি জীবাত্মাও পরমাত্মা থেকে বিযুক্ত নয়। অতএব সকল জীবই পরমাত্মার সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত। কিন্তু চঞ্চলতার জন্য আপাতত বিযুক্ত মনে হয়। একারণে প্রকারান্তরে সকলেই যোগী, কিন্তু সেই যুক্ত অবস্থার প্রতি কোনো লক্ষ্য নেই। পাণব্যরূপ যোগকর্ম করতে থাকলে সরাসরি সেই যুক্তাবস্থার প্রতি লক্ষ্য হয়, তখন যোগী জানতে পারেন যে তিনি কখনই সেই পরমাত্মা থেকে বিযুক্ত নন, তখনই তাঁকে যোগী বলা হয়। একারণে সকলেই যোগী, কিন্তু কেউ জেনে যোগী কেউ অজ্ঞতাবশতঃ না জেনে যোগী।

অনেকে এই অভিমত পোষণ করেন যে যোগপথ কঠিন হওয়ায় সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যোগপথ যদি কঠিন হোত এবং যদি কলিযুগের মানুষ অসমর্থ হোত তাহলে মহাপুরুষ যোগিরাজ সমাচরণ লাহিড়ী মহাশয় এই পথের অনুমোদন করলেন কি করে? শুধু অনুমোদনই করেননি, সংসারে থেকে, সম্পূর্ণরূপে গৃহ জীবন যাপন করে, কোনো কিন্তু বাহ্যত্যাগ না করে নিজ জীবনে যোগ-আচরণ করে দেখিয়েছেন। তিনি কি কলিযুগের মানুষ ছিলেন না? আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে তিনি এই ধরাধাম ছেড়ে চলে গেছেন; অতএব বেশী দিনের কথা নয়। পরবর্তীকালে তাঁর প্রদর্শিত পথে আরো বহু মানুষ এইযোগকর্ম করে জীবনে সফলতা অর্জন করেছেন। অতএব ভ্রান্ত মানুষদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে যদি অগণিত মানুষ যোগকর্মকে পরিত্যাগ করে তবে সে ক্ষতি সকলেরই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষ, যারা এত গভীর তত্ত্বের কথা জানে না তাদের বিপথগামী করে নিজের দল বাড়ানো যায় ঠিকই, কি তাতে দেশবাসীর মহান কল্যাণ হতে পারে না। যোগপথ কখনই দল গঠনের অনুকূলে মত দেয় না, বরং সে বিপরীত কথাই বলে। তবে ক্রিয়াযোগী শ্রী শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়এর জীবনের (দুর্লভ কাহিনী) লাহিড়ী মহাশয় এর জীবনসঙ্গিনী শ্রীমতি কাশীমণি দেবী বলেছিলেন " স্বামীর দিব্য মাহাত্ম্য বুঝতে আমার অনেক দিনই লেগেছিল। একদিন রাত্রিবেলা একটা পরিষ্কার স্বপ্ন দেখলাম, - আমার মাথার উপর মহান দেবদূতেরা কল্পনাতীত মনোরম ভঙ্গিতে ভেসে বেড়াচ্ছেন। দৃশ্যটি এতদূর বাস্তব বলে বোধ হল যে আমি তখনই জেগে উঠলাম ; ঘরটি তখন উজ্জ্বল আলোয় ছেয়ে রয়েছে ! " পদ্মাসনে উপবিষ্ট আমার স্বামী ঘরের মাঝখানে ; তাঁর দেহ শূন্যে ভাসমান, আর দেবদূতেরা সব করোজোড়ে তাঁর স্তবস্তুতি করছেন। এতদূর আশ্চর্য হয়ে গেছি যে, তখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যেন আমি স্বপ্ন দেখছি।" লাহিড়ী মহাশয় বললেন, 'কল্যাণী, এ তোমার স্বপ্ন নয় ! তোমার মোহনিদ্রা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করো !' তারপর ধীরে ধীরে যখন তিনি মাটিতে নেমে এলেন, তখন আমি তাঁর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম। " বললাম, 'গুরুদেব, বারবার আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে স্বামী বলে ভাবাতে আমার যে অপরাধ হয়েছে তা ক্ষমা করুন। লজ্জায় মরে যাই একথা ভেবে যে, যিনি সাক্ষাৎ দেবতা, আমি কিনা তাঁরই পাশে অজ্ঞান-আচ্ছন্ন হয়ে এতদিন মোহঘোরে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। আজ রাত থেকে আর আপনি আমার স্বামী নন, আমার গুরু। এই দীনহীনা নারীকে আপনার শিষ্যা বলে গ্রহণ করবেন কি ? "গুরুদেব আমায় মৃদুস্পর্শ করে বললেন, "হে পবিত্র আত্মা, ওঠো, তোমায় গ্রহণ করলাম। "তারপর তিনি দেবদূতদের দেখে বললেন, এইসব পুণ্যাত্মা সাধুসন্তদের একে একে প্রণাম করো।' " যখন আমি নতজানু হয়ে সবাইকে প্রণাম করা শেষ করলাম, তখন সেই দেবদূতগণের কণ্ঠস্বর একসঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠলো - যেন কোন প্রাচীন শাস্ত্র থেকে সমবেত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে। "দেবতার সঙ্গিনী, আপনি পুণ্যবতী, আপনাকে আমরা প্রণাম করি।" বলে তাঁরা সব আমার পদতলে প্রণাম করলেন, আর আশ্চর্য ! - সঙ্গে সঙ্গে সেই সব জ্যোতির্ময় মূর্তিসকল একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘর অন্ধকার। আমার গুরু আমায় ক্রিয়াযোগ এ দীক্ষা নিতে বললেন। আমি বললাম, নিশ্চয়ই নেব। হায়রে, আমার এমনই পোড়াকপাল যে ক্রিয়াযোগের আশীর্বাদ অনেকদিন আগেই পাইনি ।' "লাহিড়ী মহাশয় সান্ত্বনার হাসি হেসে বললেন, ' তখনও সময় হয় নি তাই, বুঝলে ? তোমার অনেক কর্মফল আমি নিরবে খন্ডন করে দিয়েছি ; এখন তুমি যোগ্য হয়েছো বলেই তোমার ইচ্ছা হয়েছে ।' "এইবলে তিনি আমার ললাট স্পর্শ করলেন। একটা ঘূর্ণায়মান জ্যোতিঃপিণ্ড দেখা দিল। সেই জ্যোতিঃপ্রভা ক্রমশঃ ওপ্যালের মত নীল আধ্যাত্মিক চক্ষুতে পরিণত হল - সোনার বেড়দেওয়া, মাঝখানে একটি সাদা পঞ্চকোণ তারকা। "তোমার চৈতন্যকে ঐ তারা ভেদ করে অনন্তজগতের দিকে প্রসারিত করো' ; আমার গুরুদেবের কণ্ঠে নতুন স্বর -- দূর হতে ভেসে আশা গানের মতো মৃদু ও কোমল। " সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো স্বপ্নের পর স্বপ্ন আমার আত্মার তটপ্রান্তে এসে আছড়ে পড়তে লাগল ; তারপর চারিদিকের দৃশ্যমান জগৎ মিলিয়ে গিয়ে আনন্দসাগরে পরিণত হলো। সেই আনন্দসাগরের তরঙ্গে ডুবে গিয়ে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলাম। ঘন্টাকতক পরে যখন আবার আমার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো, গুরুদেব তখন আমায় ক্রিয়াযোগের প্রণালী শিক্ষা দিলেন।"

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সকল ধর্ম কর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে লীন হওয়া অর্থাৎ পৃথিবী থেকে মুক্ত হওয়া। পুরস্কার অথবা শাস্তির শেষ আছে, মানে ভাল কাজের জন্য স্বর্গভোগ আর খারাপ কাজের জন্য নরকভোগ আছে। কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হয়, দুই টাকায় ভালো করে ১০ টাকার মিষ্টি খাবেন তা হবে না। পাকা হিসাবে যতটুকু ভাল ততটুকুই মিষ্টি। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সব পরিবারের স্বপ্ন পূরণ করাই আমার লক্ষ: মোদী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের প্রচারে হাতিয়ার এবার 'গ্যারান্টি'। সংবাদসংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন 'মোদির গ্যারান্টি' আসলে কী? কেন লোকসভা ভোটে এই হাইভোল্টেজ শব্দই হাতিয়ার হয়ে উঠেছে বিজেপির কাছে? সাক্ষাৎকারে মোদির অকপট বার্তা, 'আমার সিদ্ধান্ত কাউকে ভয় দেখানোর জন্য নয়, কাউকে চেপে রাখার জন্যও নয়। আমার সিদ্ধান্ত দেশের সর্বাঙ্গিন উন্নয়নের জন্য, জনকল্যাণের জন্য। আমি দেরি করতে চাই না। সময় নষ্ট করতে চাই না, তাই বলি। দ্বিতীয়ত, বেশিরভাগ সরকারের এই চিন্তা থাকে যে, আমরা তো সব কিছু করে দিয়েছি। আমরা তো সবই করি। আমি মানি না যে আমি সব কিছু করেছি। আমি বেশি কাজ করার চেষ্টা করেছি। সঠিক

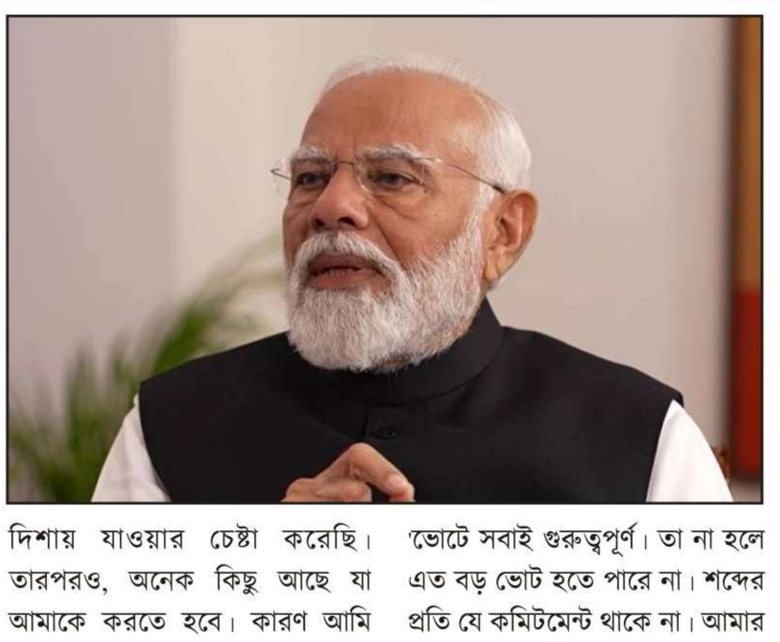

দিশায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি। তারপরও, অনেক কিছু আছে যা আমাকে করতে হবে। কারণ আমি দেখতে পাই যে দেশের এখনও কত কিছু প্রয়োজন, সব পরিবারের স্বপ্ন পূরণ কী করে করা যা, সেটাই আমি চিন্তা করি।'কী এই 'মোদির গ্যারান্টি'?সংবাদসংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোদি বলেন, 'ভোটে সবাই গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে এত বড় ভোট হতে পারে না। শব্দের প্রতি যে কমিটমেন্ট থাকে না। আমার মনে হয় রাজনীতিকরা এখন প্রশ্নের মুখে। আমার মনে হয়, কোনও কথা বললে তার দায়িত্ব নিতে হবে। তাই বলছি গ্যারান্টির কথা। বলেছিলাম ৩৭০ রধ করব। করেছি, এখন জম্মু-কাশ্মীরের ভাগ্য বদলে গেছে। ভরসা অনেক বড় শক্তি। এই ভরসাকে আমি আমার দায়িত্ব মনে করি।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এটা দুর্ভাগ্য যে, প্রতিশ্রুতি দিলে নেতারা সেটা পূরণ করেন না। এক নেতা সেদিন বললেন, এক ঝটকায় দারিদ্র দূর করব। যাঁরা ৫-৬ দশক ধরে কিছু করলেন না, এক ঝটকায় করবেন কী করে। নেতারা যে প্রতিশ্রুতি দেন, সেটা পূবরণ করা উচিত। আমি সেই গ্যারান্টি দিতে চাই। ৩৭০ রদ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, করে দেখিয়েছি। ৩ তালাকের ক্ষেত্রেরও যা বলেছিলাম তাই করেছি। যদি প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারি, তাহলে সরে যাব'। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি মনে করি না যে সব কিছু করে ফেলেছি। এখনও অনেক কিছু করার বাকি আছে। সব পরিবারের স্বপ্ন পূরণ করাই আমার লক্ষ। তাই বলি যা হয়েছে তা ট্রেলার।'

সিনেমার খবর

বিয়ে নিয়ে কেন এত গোপনীয়তা? অবশেষে মুখ খুললেন তাপসী পানু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পানু। পাত্র তার দীর্ঘদিনের প্রেমিক ব্যাডমিন্টন তারকা ম্যাথিয়াস বোয়ে। গত ২৩ মার্চ উদয়পুরে বসেছিল দম্পতির বিয়ের আসর। অনুষ্ঠানটি আইটিসি হোটেল, একয়া উদয়পুরের মেমেন্টোসে অনুষ্ঠিত হয়। পরিবার এবং ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতিতে সাত পাকে বাঁধা পড়েন তারা।

এরপর ধীরে ধীরে তাপসীর বিয়ের ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। রাজস্থানের উদয়পুরে বসেছিল তাপসীর বিয়ের আসর। তাপসীর বিয়েতে বলিউডের তেমন কাউকে দেখা যায়নি। তবে অনুরাগ কাশ্যপ, পাভেল গুলাটি, কণিকা ধিলোরা যোগ দিয়েছিলেন। এ বার নিজের বিয়ে প্রসঙ্গে হিন্দুস্তান টাইমসকে জানালেন তাপসী।

কবে বিয়ের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করবেন, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কী তাপসীর? এ বিষয় অভিনেত্রী বলেন, 'একজন পাবলিক ফিগারের বিয়ে করার সময় যে ধরনের যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, আমি চাইছি না আমার ব্যক্তিগত জীবন এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের তেমনটা অনুভূতি হোক। আমিই এর জন্য সাইন আপ করেছি, আমার সঙ্গী নয়, যারা বিয়েতে জড়িত ছিল তারাও নয়। বাইরে কে কী ভাবছে সেটা বড় কথা নয়, তাই আমি সেসব নিজের কাছেই রেখেছি'।

অভিনেত্রী বলেন,'বিয়েটা গোপন রাখা কখনই উদ্দেশ্য নয়'। তিনি আরও বলেন, 'যারা সত্যিকারের আমার কাছের মানুষ, তারা উদযাপনের অংশ ছিল। আমি কখন এবং কীভাবে বিয়ে করতে চাই, আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা জানত'।

তাপসী আরও জানিয়েছেন, মানুষের বিচার-বিবেচনা থেকে দূরে থাকতে চান তিনি। তাই ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যক্তিগত রাখতেই পছন্দ করেন। বলেন, 'আমি এটিকে একটি সর্বজনীন বিষয় করতে চাইনি, কারণ তখন আমি যেভাবে এটি করতে চাই, তা সত্যিই উপভোগ করার পরিবর্তে এটা কেমন দেখতে লাগবে, তা নিয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ব। বাইরে থেকে কেমন লাগছে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করব। এগুলো নিয়ে আমি ভাবতেই চাইনি। বিশেষ করে এমন একটা জিনিস যা জীবনে একবারই ঘটছে'।

তাপসীর কথায়, 'এসব নিয়ে কোনও কিছু ফাঁস করার এখন পর্যন্ত কোনও পরিকল্পনা নেই। এখনো এসব প্রকাশ করার জন্য মানসিকভাবে আমি প্রস্তুত নই। আমি জানতাম যারা সেখানে ছিল, তারা আমার জন্য সেখানে থাকতে চায় এবং বিচার করার জন্য উপস্থিত ছিল না, তাই আমি স্বস্তিতে ছিলাম'। তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতে, আমি যদি মনে হয়, বিয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি- তবে আমরা কীভাবে, কী এবং কখন প্রকাশ করব তা ভাবা যাবে'।

জোড়া লেগেছে নওয়াজ-আলিয়ার সংসার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বহু চড়াই-উতরাইয়ের পর অবশেষে জোড়া লাগল বলিউড অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির ভাঙা সংসার। গত বছর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে অশান্তি চলছিল নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি এবং তার স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকির মধ্যে, যা নিয়মিত উঠে আসে শিরোনামে।

চলছিল একের পর এক কাদা ছোঁড়াছুড়ি।

অভিনেতার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলেছিলেন আলিয়া। তবে এবার সব সমস্যা মিটিয়ে আবার কাছাকাছি এলেন দুজন। অভিনেতার ভাঙা সংসার ফের জোড়া লেগেছে। জানা গেছে, সন্তানদের জন্য তারা আবার একসঙ্গে থাকছেন।

সম্প্রতি ই-টাইমসকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে আলিয়া সিদ্দিকি জানিয়েছেন, তারা পুনরায় সুখে-শান্তিতে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আলিয়া বলেন,সাম্প্রতিককালে আমার জীবনে বেশ কিছু বদল এসেছে। আমার মনে হয়েছে, খারাপ জিনিসটা আমরা সবার সঙ্গে যখন ভাগ করে নিই তখন ভালোটাও ভাগ করে নেওয়া উচিত। নওয়াজ আমার সঙ্গে এবং আমাদের সন্তানদের সঙ্গে বিবাহবার্ষিকী সেলিব্রিট করেছে।

সাক্ষাৎকারে আলিয়া আরও বলেন, 'আমি বুঝেছি আমাদের সম্পর্কে যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো সবই তৃতীয় ব্যক্তির জন্য। কিন্তু আমাদের জীবনে আর কোনো ভুল বোঝাবুঝি নেই। আমাদের সন্তানদের জন্য আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। এখন আর আলাদা থাকার মানে নেই। সন্তানরা বড় হচ্ছে। নওয়াজও গোটা বিষয়ে খুব ডিস্টার্ব হয়ে পড়েছিল। তাই আমরা ঠিক করেছি আর ঝগড়া নয়। একসঙ্গেই থাকব আমরা।

কিছুদিন আগেই নওয়াজ এবং আলিয়ার ১৪ বছরের বিবাহবার্ষিকী গেছে। সেদিন দুই সন্তান শোরা এবং ইয়ানিকে সঙ্গে নিয়ে নওয়াজ এবং আলিয়া তাদের এই বিশেষ দিনটি পালন করেছেন। সেদিনের বেশ কিছু ছবিও আলিয়া পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে।

আল্লাহকে ভয় করে এমন জীবনসঙ্গী খুঁজছি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারের লম্বা সময়ে একাধিক মানুষের সঙ্গে নাম জড়ালেও কোনো সিরিয়াস সম্পর্কে দেখা যায়নি বলিউডের 'বেলি ডান্স কুইন' হিসেবে বর্তমানে পরিচিত নোরা ফাতেহিকে। ২০১৪ সালে রোর: টাইগার্স অফ দ্য সুন্দরবনস দিয়ে তার অভিনয়ে ডেবিউ। এরপর বেশিরভাগ ছবিতেই কাজ করেন আইটেম ডান্সার হিসেবে। মাঝে ভূজ: দ্য প্রাইড অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রিট ডান্সারে তাকে অভিনেয় করতে দেখা গিয়েছিল। এছাড়াও নোরাকে দেখা যায় একাধিক রিয়েলিটি শোতে বিচারকের আসনে। অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী হিসেবে সফল হলেও, বিয়ে করতে চান তিনি। কানেক্ট এফএম কানাডার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের সময় নোরা তার সঙ্গী পছন্দের সময় কোন জিনিসে গুরুত্ব দেন, তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। অভিনেত্রী বলেন, 'আমি এমন একজন মানুষকে খুঁজছি যে আল্লাহকে ভয় করে এবং যার লালন-পালন খুব ভালো হয়েছে। এর পরে অর্থ এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা আসে'। নোরা নিজের কথায় আরও যোগ করেন, আমার এমন একজন দরকার যে ভিতর থেকে সত্যিই ভালো, কারণ বর্তমানে চারপাশে খারাপ লোকের সংখ্যাই বেশি। যারা সুবিধাবাদী এবং আপনাকে ব্যবহার করে। মিথ্যাবাদীও আছে। কিছু লোক বছরের পর বছর আপনার সঙ্গে থাকবে এবং কিন্তু আপনাকে চাইবে না। তারা আপনার টাকা, আপনার জনপ্রিয়তা বা আপনার নেটওয়ার্ক চাইবে। চারপাশে সত্যিই অদ্ভুত মানুষ আছে। ভালো মনের কাউকে পেলে আমি খুশি হব।

নোরা জানান, পাঁচ বছর আগে থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উচ্চতা এবং চেহারার মতো শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নজর দিয়ে নিজের জন্য জীবনসঙ্গী খোঁজা। গত কয়েক বছরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তার ভাবনাচিন্তা বদলেছে। তাকে তার অগ্রাধিকার পুনর্বিবেচনা করতে প্ররোচিত করেছে। এই সাক্ষাৎকারে দেখতে সুন্দর কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রশ্ন করা হলে, নোরার থেকে জবাব আসে, 'এত কিছুর পরে আসলে সুন্দর চেহারা আসে। আমি বলতে চাইছি, আমার ভালো জেনেটিক্স দরকার কারণ আমি সুন্দর বাচ্চা পেতে চাই।' নোরা অভিনেতা অঙ্গদ বেদী এবং কোরিওগ্রাফার টেরেন্স লুইসের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন বলে শোনা যেত একসময়।মাঝে আর্থিক প্রতারণার মামলায় নাম জড়িয়েছিল নোরার। কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তার লিঙ্কআপ পেয়ে একাধিকবার জেরা করে ইডি।

শাহরুখ সম্পর্কে যা বললেন নয়নতারা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর 'পাঠান' দিয়ে বলিউডে প্রত্যাবর্তন করেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। সিনেমাটি ব্লকবাস্টার হওয়ার পর 'জওয়ান' নিয়ে আসেন কিং খান।

এতে 'অ্যাকশন হিরো'র রূপে দেখা যায় শাহরুখকে।

সিনেমাটিতে শাহরুখের একাধিক লুক এবং দক্ষিণের পরিচালক ও তারকাদের যৌথ অংশগ্রহণ সিনেমাটির হাইপ আরও বাড়িয়ে দেয়। 'জওয়ান' সিনোতে শাহরুখ ছাড়াও অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারা। এটি তার প্রথম বলিউড সিনেমা, শাহরুখের সঙ্গেও কাজের অভিজ্ঞতা প্রথমবার। সম্প্রতি এক ম্যাগাজিনে বলিউডে অভিজ্ঞতার কথা জানান নয়নতারা।

হ্যালো ম্যাগাজিনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে নয়নতারা জানান, অ্যাটলি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তিনি অ্যাটলির জওয়ানে অ্যাকশন-প্যাকড চরিত্র পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত ছিলেন। তাও শাহরুখের বিপরীতে।

অভিনেতার বিপরীতে কাজের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে নয়নতারা বলেন, কে তার ভক্ত নয়? আমরা সবাই তার চলচ্চিত্র দেখে বড় হয়েছি এবং আমরা সবাই তাকে ভালোবাসি। আর তিনি কত বড় তারকা, সবচেয়ে প্রশংসনীয় বিষয় হলো তিনি নারীদের অনেক সম্মান করেনৃআমি নিশ্চিত ছিলাম যে জওয়ান একটি বিশাল প্রভাব ফেলবে।

জওয়ানে শাহরুখ খানের বিপরীতে প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন নয়নতারা। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ১১৪৮ কোটি আয় করে।

পাবনার রমা দাশগুপ্ত থেকে যেভাবে কিংবদন্তি নায়িকা হন সুচিত্রা সেন

(দ্বিতীয় পর্ব)

কয়েদি'। এই ছবিতেই রমা সেন পরিবর্তিত হয়েছিলেন সুচিত্রা সেনে। ছবির পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তের সহকারী নীতিশ রায়ই এই নতুন নামটি দিয়েছিলেন। তবে প্রথম উত্তম কুমারের সঙ্গে 'সাড়ে চুয়াত্তর'ই ব্রেক এনে দিয়েছিল। তারপর থেকে সুচিত্রা সেন নিজের জেদ ও অধ্যাবসায়ে বাঙালির হৃদয়ের রাণীতে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯৫৩ সালেই 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে। আর এই ছবিটিই তার জীবনকে পাল্টে দিয়েছিল। সুচিত্রা তার এক ঘনিষ্ট বন্ধুকে বলেছিলেন, 'ভগবান শ্রীষ্কৃষ্ণচৈতন্য' ছবি আমার জীবন পাল্টে দেয়। আমি বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। তারপর থেকেই আমি নির্ভয়, ভেতর থেকে কে যেন আমাকে চালায়।

১৯৫৩ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে একের পর এক সাড়াজাগানো ছবিতে অভিনয় করেন সুচিত্রা সেন। তার ম্যানারিজমকে পর্যন্ত বাঙালি আপন করে নিয়েছিল। ওরা থাকে ওধারে, অগ্নিপরীক্ষা, উত্তর ফালগুনি, শাপমোচন, শিল্পী, দীপ জ্বেলে যাই, হারানো সুর, সাত পাকে বাধা, অগ্নিপরীক্ষা, সূর্যতোরণ, সাগরিকা, সপ্তপদী এমনি অসংখ্য ছবিতে সুচিত্রা সেনের অভিনয় তার সময়কে ছাপিয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি সহজেই কিংবদন্তী নায়িকাতে পরিণত হয়েছিলেন।

উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরি সকলের বিপরীতে আভিনয় করলেও উত্তকুমারের সঙ্গে যে ৩০টি ছবি করেছেন তাতে সুচিত্রা-উত্তম জুটির রোমান্স এতটাই স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ ছিল যে কখনোই তা অভিনয় বলে মনে হয় নি। আর দুজনের এই রসায়নের কারণেই মেয়ে মুনমুন সেন পর্যন্ত একবার মাকে বলেছিলেন, মা তোমার উত্তমকুমারকে বিয়ে করা উচিত ছিল। শুনে সুচিত্রা শুধু হেসেছিলেন। আসলে সুচিত্রা-উত্তমের মধ্যে যে প্রবল আন্ডারস্ট্যান্ডিং চলচিত্রে রুপ পেয়েছে তা আগে কখনো হয়নি। আর তাই সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত বলেছেন, পৃথিবীতে খুব কম জুড়ি আছে যাদের মধ্যে বন্ডটা এত ম্যাজিকাল।

অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড সুচিত্রা সেন ছিলেন খুবই জেদি। যখন যেটা করবেন বলে ঠিক করেছেন তখন সেটাই করেছেন। তিনি প্রযোজকদের উত্তমকুমারের উপরে তার নাম লিখতে বাধ্য করেছিলেন। সকলে সেটা মেনেও নিয়েছিল। আর তাই উত্তম-সুচিত্রা জুটি না হয়ে হয়েছিল সুচিত্রা-উত্তম জুটি।

বাংলা ছবির পাশাপাশি হিন্দী

ক্রমশঃ

পিএসজিকে হারিয়ে সেমির পথে বার্সালোনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের শেষ আটের মহারণের প্রথম লেগে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইকে ৩-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে বার্সেলোনা। দুই গোল করে কাতালান জায়ান্টদের জয়ের নায়ক ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার রাফিনহা। আর বদলি হিসেবে নেমে জয়সূচক গোল করেন আন্দ্রেন ক্রিস্তেনসেনের। তাতে পিছিয়ে পড়েও পিএসজিকে স্তব্ধ করে দিল জাভি হার্নান্দেজের শিষ্যরা। পিএসজির হয়ে গোল দুটি করেন উসমান দেম্বেলে ও ভিতিনহা।

১০ এপ্রিল নিজেদের ঘরের মাঠ পার্ক দ্য প্রিন্সেস স্টেডিয়ামে বার্সেলোনাকে আতিথ্য জানায় প্যারিস সেইন্ট জার্মেই। চেনা মঞ্চে নিজেদের দর্শকদের সমর্থন পাওয়া পিএসজি শুরু থেকে চেপে ধরে ধরেছিল বার্সাকে। তবে ম্যাচের ৬ষ্ঠ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় বার্সেলোনা। গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনের উঁচু করে বাড়ানো বল পিএসজির ডিফেন্স লাইনের পেছনে খুঁজে পায় রাফিনহাকে। বিপদ দেখে ডি-বক্স ছেড়ে অনেক বাইরে বেরিয়ে আসেন পিএসজি গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা। মূলত তার চ্যালেঞ্জের মুখেই বলের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেননি রাফিনহা।

ম্যাচের ১৯ মিনিটে পায়ের কারিকুরিতে দারুণ এক সুযোগ তৈরি করেন নুনো মেন্দেস। লামিনে ইয়ামাল ও জুল কুন্দেকে এড়িয়ে পৌঁছে যান বিপজ্জনক জায়গায়। কিন্তু হাঁটু গেড়ে চমৎকার ব্লকে তার শট ঠেকিয়ে দেন রোনালদ আরাউহো। এর মিনিট পাঁচেক পর ডি-বক্সের বাইরে থেকে রাফিনহার বুলেট গতির শট ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান দোন্নারুম্মা।

এরপর ম্যাচের ৩৭ মিনিটে রাফিনহার গোলে এগিয়ে যায় কাতালান ক্লাবটি। নিজেদের বক্সে ব্যস্ত সময় পার করতে থাকা পিএসজি গোলকিপার দোন্নারুমা লামিনে ইয়ামালের ক্রস রুখে দিলে বল পেয়ে বাঁ পাশে অরক্ষিত থাকা রাফিনহা। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কোনো ভুল করেননি তিনি। ঠাণ্ডা মাথার শটে ঠিকানা খুঁজে নেন পিএসজির রক্ষণে বারবার ভীতি ছড়ানো ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় জাভি হার্নান্দেজের শিষ্যরা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চমৎকার এক গোলে স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান দেম্বেলে। ম্যাচের ৪৮তম মিনিটে বল ক্লিয়ার করার চেষ্টায় ঠিকমতো শট নিতে পারেননি আরাউহো। ডি-বক্সে বল পেয়ে যান অরক্ষিত দেম্বেলে। বার্সেলোনার তিন খেলোয়াড় ছুটে গিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেও কাজ হয়নি। ফরাসি ফরোয়ার্ডের বুলেট গতির শট তাদের ফাঁকি দিয়ে, টের স্টেগেনকে এড়িয়ে জড়ায় জালে। সাধারণত নিজের সাবেক ক্লাবের বিপক্ষে গোল পেলে উদ্‌যাপন করতে দেখা যায় না। তবে বার্সা ছেড়ে এ মৌসুমেই পিএসজিতে যোগ দেয়া দেম্বেলে উদযাপন করতে একটুও কার্পণ্য করেননি।

দেম্বেলের গোলের মিনিট দুয়েক পরেই এগিয়ে যায় পিএসজি। ফাবিয়ান রুইজের পাস থেকে বল পেয়ে ব্যবধান ২১ করেন ভিতিনহা। কিলিয়ান এমবাপ্পেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'বোতলবন্দী' করে রেখেছিলেন বার্সার ডিফেন্ডাররা। তবে দেম্বেলেভিতিনহাদের সুবাদে এগিয়ে যাওয়ায় জয়ের ব্যাপারে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল পিএসজি। এর তিন মিনিট পর ব্যবধান বাড়তে পারত আরও। বাহলি বারকোলার জোরালো শট টের স্টেগেনের গ্লাভস ছুঁয়ে লাগে ক্রসবারে।

ম্যাচের ৬২তম মিনিটে আবারও অসাধারণ এক ফিনিশিংয়ে দলকে সমতায় ফেরান রাফিনহা। সবেই মাঠে আসা পেদ্রির বাড়ানো বলে ছুটে গিয়ে দুর্দান্ত এক ভলিতে খুঁজে নেন জাল। জায়গা থেকেই নড়তে পারেননি গোলরক্ষক। ৭৫ মিনিটে বড় বাঁচা বেঁচে যায় বার্সেলোনা। দেম্বেলের শট পোস্টে লেগে ব্যর্থ হয়।

এরপর ৭৭ মিনিটে বার্সেলোনার জয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ চলে আসে। কর্নার থেকে পাওয়া বলে হেডে দারুণ গোল করেন ক্রিস্তেনসেন। বাকিটা সময় অনেক চেষ্টা করলেও বার্সার রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় প্যারিসিয়ানদের। এদিকে, ২০১৫ সালের পর এবারই প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগের নক আউট পর্বে প্রতিপক্ষের মাঠে ৩ গোল করলো বার্সেলোনা। সেবার পিএসজির বিপক্ষে ৩-১ গোলে তারা জিতেছিল।

আগামী মঙ্গলবার এগিয়ে থাকার স্বস্তি নিয়ে ঘরের মাঠে ফিরতে লেগে লড়াইয়ে নামবে বার্সেলোনা। টিকে থাকতে পিএসজির সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন লড়াই।

হাসারাঙ্গার পরিবর্তে আইপিএলে ভিয়াসকান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাম পায়ের গোড়ালির ব্যথার কারণে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) খেলা হচ্ছে না শ্রীলঙ্কার স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার। আইপিএলের পুরো মৌসুম থেকে ছিটকে গেছেন তিনি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে তার মাঠে নামার কথা ছিল।

হায়দরাবাদ হাসারাঙ্গার বদলি হিসেবে দলে নিয়েছে শ্রীলঙ্কার আরেক লেগ স্পিনার বিজয়কান্ত ভিয়াসকান্তকে। ২২ বছর বয়সী এই স্পিনার পারিশ্রমিক হিসেবে পাবেন ৫০ লাখ রূপি।

ভিয়াসকান্ত কিছুদিন আগে আইএল টি-টোয়েন্টিতে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এমিরেটসের হয়ে খেলেছেন। তরুণ স্পিনার লাইমলাইটে আসেন ২০২০ সালের ডিসেম্বরে। লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে সর্বোকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেক হয় তার। তখন বয়স ছিল ১৮ বছর ৩৬৪ দিন। জাফনা স্ট্যালিয়ন্সের হয়ে খেলেছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছিল, আইপিএল শুরুর পর এক সপ্তাহ মতো হাসরাঙ্গাকে পাওয়া যাবে না। তবে নতুন আপডেট তার চোট বেশ গুরুতর। যে কারণে ২০২৪ আইপিএলেই খেলা হবে না। এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) এই বিষয়ে অবহিত করেছে ভারত ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই)। সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থাকায় তাকে নিয়ে বাড়তি সতর্ক শ্রীলঙ্কা।

রাজস্থানকে প্রথম হারের স্বাদ দিল গুজরাট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাঞ্জু স্যামসন ও রিয়ান পরাগের দারুণ দুটি ইনিংসে ভর করে বেশ বড় সংগ্রহ পেয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা দলটি তাতে টানা পঞ্চম জয়ের আশাই করছিল হয়তো।

কিন্তু উড়তে থাকা দলটিকে আসরে প্রথম হারের স্বাদ দিল গুজরাট টাইটান্স। ২০২৪ আইপিএলের ২৪তম ম্যাচে আজ ৩ উইকেটে জয় পেয়েছে গুজরাট। ঘরের মাঠ জয়পুরে আগে ব্যাট করে ৩ উইকেটে ১৯৬ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় রাজস্থান। যা নিয়ে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করে তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেট হারানো গুজরাট-ই জয়ের মুখ দেখে। তবে জয়ের জন্য ভাগ্যকেও ধন্যবাদ দিতে পারে তারা। কারণ মন্থর ওভার রেটের কারণে শেষ ওভারে মাত্র ৪ ফিল্ডার ৩০ গজের বাইরে রাখতে পারে তারা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে চার মেরে ম্যাচ শেষ করে দেন রশিদ খান। তাছাড়া মাত্র দুই ওভার বোলিং করেছেন দারুণ ছন্দে থাকা রাজস্থানের কিউই ফাস্ট বোলার ট্রেন্ট বোল্ট। ওই দুই ওভারে মাত্র ৮ রান খরচ করেন তিনি।

টানা ৪ ম্যাচ জেতার পর হারল রাজস্থান। তবে হারলেও পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেই আছে তারা। ৫ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। দুইয়ে থাকা কলকাতা নাইট রাইডার্সের সংগ্রহ ৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট গুজরাটেরও। তবে রানরেটের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় ছয়ে আছে তারা। দলটি ম্যাচও খেলে ফেলেছে ৬টি।

রাজস্থানের ছুড়ে দেওয়া বড় লক্ষ্য তাড়ায় শুরুটা দারুণ হয় গুজরাটের। দুই ওপেনার সাই সুদর্শন ও শুভমান গিল মিলে তুলে ফেলেন ৬৪ রান। তবে এরপর ছন্দপতন ঘটে। সুদর্শন ফিরে যান ২৯ বলে ৩৫ রান করে। তিন ও চারে নামা ম্যাথু ওয়েড (৪) ও অভিনব মনোহর (১) পারেননি দাঁড়াতে। ৮৩ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে রাজস্থান। ভালো কিছুর ইঙ্গিত দিলেও দ্রুত ফিরে যান গুজরাটের মিডল অর্ডার ব্যাটার বিজয় শংকর। তাকে বিদায় করেন যুজবেন্দ্র চাহাল। এতকিছুর মধ্যেও অধিনায়ক গিল ছিলেন দারুণ ছন্দে। ফিফটি হাঁকিয়ে ছুটছিলেন ভালোভাবেই। তবে ১৬তম ওভারে তাকে বিদায় করেন যুজবেন্দ্র চাহাল। ৪৪ বল স্থায়ী গিলের ইনিংস থামে ৭২ রানে। তার আগেই আইপিএলে সবচেয়ে কম বয়সে ৩ হাজারি ক্লাবে প্রবেশ করেন তিনি। ২৪ বছর ২১৫ দিন বয়সে এই মাইলফলক পেরোলেন গিল। এর আগের রেকর্ড ছিল বিরাট কোহলির দখলে (২৬ বছর ১৮৬ দিন)।

মাত্র ১০ বলের ব্যবধানে চাহালের জোড়া আঘাতে দিশেহারা গুজরাট পরে ঘুরে দাঁড়ায় রশিদ খান ও রাহুল তেওয়াতিয়ার ব্যাটে। মাঝে শাহরুখ খান আউট হন ১৪ রান করে। শেষ দুই ওভারে গুজরাটের দরকার ছিল ৩৫ রান। রাহুল ও রশিদ মিলে ১৯তম ওভারে নেন ২০ রান। শেষ ওভারে ১৫ রানের সমীকরণ মিলিয়ে দেন রশিদ খান। প্রথম তিন বলে ১০ রান তুলে ফেলেন তিনি। চতুর্থ বলে সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক দেন রাহুলের কাছে। কিন্তু পঞ্চম বলে তৃতীয় রান নিতে গিয়ে রানআউট হয়ে ফেরেন রাহুল (২২)। তবে প্রান্ত বদল করে ফেলেন রশিদ। শেষ বলে ২ রান দরকার ছিল, আভেশ খানের বলে চার মেরে ম্যাচ বের করে নেন রশিদ খান।

এর আগে ব্যাট হাতে দাপট দেখান রাজস্থানের স্যামসন ও পরাগ। দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল (২৪) ও জস বাটলার (৮) ব্যর্থ হওয়ার পর স্যামসন ও পরাগ মিলে ঝড় তোলেন। মাত্র ৩৮ বলে ৬৮ রান করে অপরাজিত থাকেন স্যামসন। ৭ চার ও ২ ছক্কায় সাজানো তার ইনিংস। আর পরাগ ৪৮ বলে ৩ চার ও ৫ ছক্কায় করেন ৭৬ রান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে যাওয়া দলেই নাম লেখাতে হলো তাদের।

রিয়ালের মাঠের ঘাস নিয়ে গার্দিওলার অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রোমাঞ্চকর ম্যাচ ড্র করার পরেও আনন্দে ভেসেছে ম্যানচেস্টার সিটি। রিয়াল মাদ্রিদের মাঠে ৩ গোল দেওয়া তো কম কথা নয়।

তবে নতুন সান্তিয়াগো বার্নাব্যু নিয়ে অভিযোগ রয়েছে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলার। মাঠের ঘাসকে আরও উন্নত করার কথা জানান তিনি। গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে রিয়ালের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে সিটি। রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে শুরুতে সিটি এগিয়ে গেলেও রিয়াল কামব্যাক করে প্রথমার্ধেই। তবে বিরতির পর সিটি আবারও এগিয়ে যায়। শেষদিকের গোলে অবশ্য ড্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় স্বাগতিকদের। এই ড্রয়ে অবশ্য স্বস্তি পাচ্ছে সিটি। যদিও ঘাস নিয়ে অভিযোগ রয়েছে তাদের। রিয়াল মাদ্রিদের এই ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়ামটি সংস্কারের পর আরও দৃষ্টিনন্দন করে গড়া হয়েছে। অবশ্য সংস্কার কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। ম্যানচেস্টার সিটি কোচ বললেন, স্টেডিয়াম দেখতে দারুণ হলেও এই মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা ভালো হয়নি তার দলের। খেলোয়াড়রা অভিযোগ করেছে মাঠের ঘাস নিয়ে। গার্দিওলা বলেন, 'স্টেডিয়ামটি দুর্দান্ত। তাদের এখন ঘাসের মানের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এটা উন্নত করতে হবে আরও। ফ্লোরেন্তিনোর (রেয়ালের সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেস) এখন কেবল মাঠ ভালো করা নিয়েই ভাবতে হবে, মাদ্রিদের মাঠ সবসময় যেমন (ভালো) ছিল।'

'আমার দলের ছেলেরা আমাকে এরকমই বলেছে। লোকের অবশ্য এটাকে খারাপভাবে দেখা উচিত নয়। স্টেডিয়াম তো চোখধাঁধানো। আমি যখন খেলেছি, মাদ্রিদের মাঠও সবসময় দুর্দান্ত ছিল। কার্পেটের মতো ছিল এটি। এখন আগের মতো নেই। তবে আমি নিশ্চিত, তারা এটা ঠিক করে ফেলবে।'

ফিরতি লেগে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে আগামী বৃহস্পতিবার রিয়ালকে আতিথ্য দেবে ম্যানচেস্টার সিটি।

মেসিকে বামন, শয়তান বলা মন্টেরে কোচ সানচেজ ক্ষমা চাইলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফক্স স্পোর্টস এমএক্সের বরাতে গত কয়েক দিন ধরেই একটি ভিডিও ভাইরাল সামাজিকমাধ্যমে। যেখানে দেখা যায় ইন্টার মায়ামি অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করছেন মেক্সিকান ক্লাব মন্টেরের সহকারী কোচ নিকোলাস সানচেজ। তার রোষানল থেকে বাদ পড়েননি মায়ামির কোচ জেরার্দো তাতা মার্তিনোও। তবে এরজন্য ক্ষমা চেয়েছেন সানচেজ।

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম লেগে মন্টেরের বিপক্ষে খেলতে পারেননি লিওনেল মেসি। ঘরের মাঠে সেই ম্যাচে ১-২ ব্যবধানে হেরে যায় মায়ামি। ম্যাচে শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল তারাই। তবে ৬৫তম মিনিটে মায়ামির ডেভিড রুইজ লালকার্ড দেখলেই পাশা যায় বদলে। এরপর দুটি গোল হজম করে তারা। ডেইলি স্টার রুইজের লাল কার্ডের সঙ্গে সেই ম্যাচে মায়ামির আরও ছয় খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। সবমিলিয়ে রেফারির এমন সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট ছিলেন মেসি সহ দলের বাকি খেলোয়াড়রা। তাই ম্যাচ শেষে রেফারির সঙ্গে বিতর্ক মেসির। সে সময় তার সঙ্গে ছিলেন লুইস সুয়ারেজ, জর্দি আলবা ও কোচ মার্তিনোও।

সেই সময়ের ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে মেসি ও মার্তিনোকে অপমানসূচক অনেক কথা বলেন সানচেজ। তার ভিডিও পরে ফাঁস করে ফক্স স্পোর্টস এমএক্স। মূলত রেফারির সঙ্গে মেসির কথা বলা পছন্দ হয়নি তাদের। এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তোপ দাগান মন্টেরের প্রধান কোচ ফার্নান্দো ওর্তিজও।

ফাঁস হওয়া সেই ভিডিওতে সানচেজকে বলতে শোনা যায়, ওও (মেসি) একটা অধিকারী বামন, চেহারা শয়তানের মতো। সে আমার মুখের পাশে হাত মুঠো করে বলে, তুমি নিজেকে কী মনে কর? তবে কারণ আমি ওর দিকে তাকাইনি, আমার দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। আমি কোনো উত্তর দিইনি। এতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এরপর কোচ তাতা মার্তিনো কে উদ্দেশ্য করে সানচেজ বলেন, তাতা মার্তিনো, কী দরিদ্র একটা পুতুল। তাকে সামনে পেয়ে বলেছিলাম, বোকা, তুমি কাঁদবে? বোকা তুমি কাঁদবে? কী দারুণ একটা পুতুল।

পরে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিওতে মার্তিনোর কাছে ক্ষমা চেয়ে সানচেজ বলেছেন, যেহেতু আমি জেরার্দো মার্তিনোকে চিনি না এবং আমি তার সঙ্গে অসম্মানজনক আচরণ করেছি, এর জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আমিও তাদের সবার মতো একজন আর্জেন্টাইন। আর সব সময় চাইব ক্লাবের পাশে থাকতে। কারণ এখানে আমি দায়িত্ব নিতে এসেছি।

আইএসএলে প্রথম বার মুম্বইকে হারিয়ে লিগ শিল্ড মোহনবাগানের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মোহনবাগানের কাছে ঘরের মাঠে এই ম্যাচের গুরুত্ব কতটা ছিল, এ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। প্রত্যেকটা প্লেয়ারই মন থেকে চাইছিলেন। পরিশ্রমের ফলও মিলল। আইএসএলে এ বার মাঝ পথে খেই হারিয়েছিল মোহনবাগান। ইংরেজি বছরের শুরুতেই কোচ বদলও হয়। দায়িত্ব দেওয়া হয় আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে। তাঁর হাতে দল পড়তেই আবারও সেই আগ্রাসী মোহনবাগানকে খুঁজে পাওয়া যায়। যার পুরস্কার এই লিগ শিল্ড জয়। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্রথম বার লিগ শিল্ড জয় মোহনবাগান। তেমনই ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ইতিহাসে প্রথম বার মুম্বই সিটি এফসিকে হারাল মোহনবাগান। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তৈরি হল ইতিহাস। গর্বের ইতিহাস। অবিশ্বাস্য একটা মুহূর্ত। গত বারের আইএসএল চয়াম্পিয়ন মোহনবাগান। যদিও গত বার লিগ শিল্ড অধরাই ছিল। এ বারও প্রবল চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে মোহনবাগান। লিগ শিল্ডের জন্য লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসিকে হারাতেই হত।

মোহনবাগানের কাছে ঘরের মাঠে এই ম্যাচের গুরুত্ব কতটা ছিল, এ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। প্রত্যেকটা প্লেয়ারই মন থেকে চাইছিলেন। পরিশ্রমের ফলও মিলল। আইএসএলে এ বার মাঝ পথে খেই হারিয়েছিল মোহনবাগান। ইংরেজি বছরের শুরুতেই কোচ বদলও হয়। দায়িত্ব দেওয়া হয় আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে। তাঁর হাতে দল পড়তেই আবারও সেই আগ্রাসী মোহনবাগানকে খুঁজে পাওয়া যায়। যার পুরস্কার এই লিগ শিল্ড জয়।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচের ২৮ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। এক গোল কোনওদিনই স্বস্তির নয়। মোহনবাগান শিবিরেও অস্বস্তি ছিল। অবশেষে লিড মেলে দ্বিতীয়ার্ধে। ৮০ মিনিটে ২-০ লিড নেয় মোহনবাগান। জেসন কামিন্স লিড দেন দলকে। যদিও পরিস্থিতি কিছুক্ষণের মধ্যেই বদলে যায়। মোহনবাগান ডিফেন্ডার ব্রেন্ডন হ্যামিল রেড কার্ড দেখেন। ছাংতের গোলে ব্যবধান কমায় মুম্বই সিটি এফসি। বেশ কিছুক্ষণ দশ জনে খেলতে হয় সবুজ মেরুনকে।

শেষ অবধি মোহনবাগানে কোনও অঘটন ঘটেনি। ২২ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শিল্ড জয় সবুজ মেরুনের। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে খেলবে মোহনবাগান। তার আগে সবুজ মেরুনের লক্ষ্য এ বার আইএসএল চ্যাম্পিয়নের খেতাব ধরে রাখা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR